

তাভিরেব—নিভৃতমরুৎনোহক্ষদৃঢ় যোগযুজো হৃদি যমুনয় উপাসতে তদরয়োহপি
 যযুঃস্বরণাৎ । জিয় উরগেজ্জভোগভুজদণ্ডবিষক্কাধিরো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজি
 সরোজমুখা ইতি । বিস্পষ্টশ্চায়মর্থঃ । যদ্ ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্টা প্রয়াসবাহুল্যেন
 মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যস্য স্বরণাৎ তত্পাসনাং বিনৈব যযুঃ । তথা জিয়ঃ
 শ্রীগোপনুজ্ঞবন্তে তব শ্রীনন্দনন্দনরূপস্য উরগেজ্জদেহতুল্যো যৌ ভুজদন্তৌ তত্র বিযক্কা-
 ধিয়ঃ সত্যস্তবৈবাজি সুরোজমুখাঃ তদীয় স্পর্শবিশেষজাতপ্রেমমাধুর্যানি যযুঃ । বয়ং
 শ্রুতয়োহপি সমদৃশস্ততুল্যভাবাঃ সত্যঃ সমাস্তাদৃশগোপিকাত্তপ্রাপ্তা তৎসাম্যমাপ্তাস্তা
 এবাজি সুরোজমুখা যয়িম ইত্যর্থঃ । অর্থবশাদ্ভিত্তিপরিণামঃ । অজ্যুতি সাদরোক্তিঃ ।
 অত্র তদরয়োহপি যযুঃ স্বরণাদিত্যনেন ভাবমার্গস্য বাটিত্যর্থসাধনত্বং দর্শিতম্ । সমদৃশ
 ইত্যনেন রাগানুগায়া এব তত্র সাধকতমত্বং ব্যঞ্জিতম্ । অত্রথা সর্বসাধনসাধ্যবিত্ত্বাঃ
 শ্রুতয়োহত্রৈব প্রবর্তেরন্ । তথা স্বরণপরবৃগ্নয়ৈহস্মিন্ স্বস্বযুগ্মে প্রথমস্য মুখ্যত্বং
 দ্বিতীয়স্য গৌণত্বং দর্শিতম্ । উভয়ত্রাপ্যপিগদমাহিত্যোনোত্তরত্র পাঠাদেকার্থতাপ্রাপ্তেঃ ।
 অতঃ জিয় ইতি নিত্যশ্রীগোপিকা এব তা জ্ঞেয়ঃ । তথৈব শ্রুতিভিরপি শ্রীকৃষ্ণ-
 নিত্যধ্যানি তা দৃষ্টা ইতি বৃহদ্ব্যমন এব প্রসিদ্ধম্ । তদেবং সাধু ব্যাখ্যাভং,
 কামাদেবাদিত্যাদৌ তদ্বৎ হিত্তেত্যত্র ভেদে মধ্যে দ্বেষভয়য়োর্ধদবমিত্যাঙ্গি । অথ
 বহুবস্তুগতিং গতা ইত্যত্র নিদর্শনমাহ গোপাঃ কামাদ্ভ্যাং কংসোদেবাদৈচ্ছাদয়ো
 নৃপাঃ । সম্বন্ধাদ্ বৃক্কয়ঃ স্নেহাদ্যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৩২১ ॥

যেহেতু যেমন শাস্ত্রবিধি প্রেরিত হইয়া অনুষ্ঠিত ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরে
 মনের আবেশ হইলে ভাবসমুচিত সিদ্ধিলাভ হয়, তেমনই শাস্ত্রবিধি অবোধিত
 কামাদি দ্বারাও বহুজন অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । সেই কামাদির
 মধ্যে শ্রীভগবানের দ্বেষ এবং ভয়ে যে পাপ হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবানকে দ্বেষ ও
 ভয় করিলে যে পাপ হয়, শ্রীভগবানে আবেশের ফলে সেই পাপশূন্য হইয়া
 শিশুপাল প্রভৃতি মুক্তি এবং পার্শদদেহ লাভ করিয়াছিল । এ স্থানে একটি
 সন্দেহ আসিতে পারে যে, ভগবানকে দ্বেষ করিলে পাপ হয়—ইহা সত্য বটে,
 কিন্তু তাঁহাকে ভয় করিলে পাপ হইবে কেন ? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—
 এই ভয়ের ভিতরে নিগূঢ়ভাবে শ্রীভগবানকে দ্বেষ করা হয় । যেমন কংস
 শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করিত বটে, কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে, তাহার
 জন্ত বহু প্রযত্ন লইয়াছে । এই জন্ত ভয় হইতেও পাপ উৎপত্তি হইয়া থাকে ।
 যদি এই ভয়ের ভিতরে দ্বেষের সত্ত্বা না থাকে, তাহা হইলে কোনও পাপ
 হইতে পারে না । কেহ কেহ শ্রীভগবানে কামভাবটিকেও পাপ বলিয়াই মনে
 করে । এই বিষয়ে বক্ষ্যমান প্রকার বিচার করা যাইতেছে । শ্রীভগবানে
 কেবল কামই পাপাবহ ? কিংবা পতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ ? অথবা
 উপপতিভাবযুক্ত কাম পাপাবহ ? যদি বল যে—কেবল শ্রীভগবানে কামভাবই